Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

তৈলচিত্রের ভূত

নগেন ছেলেবেলা থেকে মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছে। তার মামা ধনী হলেও কৃপণ স্বভাবের ছিলেন। নগেন মামার কাছ থেকে তেমন একটা আদর-ভালোবাসা পায়নি। তাই বাইরে থেকে তাকে খুশি করার জন্য অনেক শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও অন্তর থেকে নগেন কখনোই মামাকে শ্রদ্ধা করতে পারেনি। দেবতার মতো মামাকে সারা জীবন ভক্তি ও ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ জেগেছিল। নগেন তার মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। মৃত্যুর আগে মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে নগেন প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মামার এ রকম উদারতা সে কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিতে তার মন ভরে গেল। এ রকম দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভক্তি ও ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ জেগেছিল।

প্রশ্ন: নগেন তার মামার প্রতি মিথ্যে ভক্তি দেখাত কেন?

নগেন অনুতপ্ত হয়ে তার মামার ছবিতে প্রণাম করতে গিয়ে তড়িতাহত হয়। পর পর কয়েক রাত তড়িতাহত হলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নগেনের বিশ্বাস হয় যে সে তার মামাকে বেঁচে থাকতে যে সত্যিকারের ভক্তি-শ্রদ্ধা করেনি, মৃত্যুর পর মামার আত্মা তা বুঝতে পেরে তার ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে ঘেন্নায় তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। সন্দেহ নিরসনের জন্য নগেন দেখেছে, দিনে বা রাতে আলো জ্বেলে ছবি স্পর্শ করলে কিছু হয় না; কিন্তু অন্ধকারে ছোঁয়ামাত্র তার মামা তাকে ঠেলে দেন। তখন তার সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। কোনো দিন সে অজ্ঞান হয়ে যায়, কোনো দিন জ্ঞান থাকে। ফলে দিন দিন ভয়ে, দুর্ভাবনায় তার তেল চকচকে চামড়া শুকিয়ে যায়, মুখের হাসি মুছে যায়, চাউনি উদ্ভ্রান্ত ও কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে যায়।

প্রশ্ন: মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করার কথা নগেনের মনে হল কেন?

নগেন তার মামার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তৈলচিত্রের ওপর হাত রাখতে গিয়ে বিদ্যুতের শক খায়। কিন্তু সে বুঝতে পারে না, ভূত ভেবে সে ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে সে পরাশর ডাক্তারের কাছে সব খুলে বলে, ডাক্তার নগেনের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে নিজেই সেই তৈলচিত্রটি পরীক্ষা করতে রাজি হয়। পরাশর তৈলচিত্রটি স্পর্শ করে বিদ্যুৎ শক খেলেন। কিন্তু সচেতন, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিতর্কের মানুষ বলে ভাবতে থাকলেন। শেষে বুঝতে পারলেন যে, তৈলচিত্রটি রুপার ফ্রেমে আটকানো ও তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে গেছে অদক্ষ হাতে বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করার কারণে। বিষয়টি তিনি নগেনকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। নগেন সব কিছু বুঝতে পারল। এর পর তার মধ্যে ভূতের ভয় এবং ভূতের বিশ্বাস থাকল না।

মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূতে পরিণত হয় এ রকম বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকায় নগেন বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে সহজে বিশ্বাস করেছে। বিজ্ঞানসম্মত কোনো বিচার-বিশ্লেষণ না করেই অন্ধ কুসংস্কারের বশে নগেন ভূতে বিশ্বাস করেছে। ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে যে কুসংস্কার বিদ্যমান তা ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও অন্তঃসারশূন্য। ভয়ের মুখোমুখি হলে ভয়কে সহজে জয় করা যায়। যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকা যায়। বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে এ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সহজেই দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন: নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ জেগেছিল কেন?

প্রশ্ন: 'লাইব্রেরি সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না'—এ কথা কেন বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।